

সাপের মানচিত্র

(দক্ষিণ ২৪ - পরগনা)

D/H

কাঁড়সাপ

আঞ্চলিক নাম বিড়ালচোখো। দেড় থেকে দু ফুট লম্বা। ভয় পেলে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে হাঁ করে কামড়ানোর ভান করে। অনেক সময় মাটিতেও চলাফেরা করতে দেখা যায়।

বেত আঁছড়া

আঞ্চলিক নাম বোতাম বা বেতাল। তিন ফুট মত লম্বা। পোকা-মাকড় খেয়ে প্রচুর উপকার করে। (প্রায় একই দেখতে আর একটা গেছো সাপ - খড়িচুড়। তাই আলাদা করা হোলনা। এই সাপটার জিহ্বার রঙ লাল।

CALCU

বৃক্ষবাসী

কালনাগিনী এত অপরাধ নির্বিষ সাপ বিরল। দু-তিন ফুট লম্বা। সুন্দরবন-জঙ্গলে আর বারুইপুর এবং সোনারপুর অঞ্চলে এই সাপকে দেখতে পাওয়া যায়।

গাছে কোনো বিষধর সাপ বসবাস করে না।

বিষধর

কেউটে

আঞ্চলিক নাম শামুকভাঙ্গা, কেউটে, আল কেউটে, কেপ্টে। লম্বায় পাঁচ-ছয় ফুট, ফনাধর। মারণ বিষ ১৫ মি.গ্রা।। প্রধানত সুন্দরবন অঞ্চলেই বেশী দেখা মেলে এবং বিষের ধরণ - রাগু আক্রমণকারী।

শঙ্খচড়

লম্বায় দশ-বারো ফুট। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফনাধর বিষধর। মারণ বিষ ১২ মি.গ্রা।। কেবলমাত্র সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে এখনও কিছু টিকে আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

গোখরো

আঞ্চলিক নাম খরিশ, গোপ সাপ। চার পাঁচ ফুট লম্বায়, ফনাধর সাপ। মারণ বিষ ১৫ মি.গ্রা।। সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা মেলে না, এছাড়া দূর ২৪-পরগনার সর্বত্র চন্দ্রবোড়ার পথেই এর কামড়ে মৃত্যু বেশী। বিষ রাগু আক্রমণকারী।

চন্দ্রবোড়া

লম্বায় তিন-চার ফুটের ফনাধীন সাপ। মারণ বিষ ১২ মি.গ্রা।। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বিরল। অন্যত্র এর কামড়েই বেশী মৃত্যু ঘটে। বিষ রক্ত স্রবনন ঘট করে।

কাল্যাচ

আঞ্চলিক নাম শিখরী, ময়দারী, লম্বায় তিন-চার ফুট। ফনাধীন। গভীররাসে কিছুকাল কামড়ায় - যা বিষে বিভ্রাট। মারণ বিষ ১ মি.গ্রা।। শুধু সুন্দরবন অঞ্চলে এই সাপের কামড়ে মরণের বেশী মৃত্যু ঘটে ১২-১৪ শতাংশ। ভয়ের ভয় - কাল্যাচের সাপের তুচ্ছ ঘটনায় প্রধানত সুন্দরবন অঞ্চলে, বিষ সাপকেই বলা হয়ে।

শীখামুটি

আঞ্চলিক নাম শাখুদী, দু-মুণ্ডে। লম্বায় পাঁচ-ছয় ফুট। ফনাধীন। মারণ বিষ ১০ মি.গ্রা।। কামড়ায় না, বরঞ্চ কাল্যাচ সাপ অসহ্য সাপ থেকে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে। সুন্দরবন অঞ্চল থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে। তাই কাল্যাচের বাত-বাড়ত। বিষ রাগু আক্রমণকারী।

পুঁয়ে

আঞ্চলিক নাম অঙ্গ সাপ। লম্বায় চার থেকে ছয় ইঞ্চি। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সাপ। পোকা-মাকড়ের লাঠা খেয়ে প্রভূত উপকার করে। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের জন্য সাখ্যায় কমে আসছে।

ঘরচিতি

আঞ্চলিক নাম চিতিবোড়া, বোড়া। লম্বায় দু-তিন ফুট। বিষধর কাল্যাচ ভেবে উপকারী সাপটাকে অচেতুক মেরে ফেলি আমরা। নির্বিষ ঘরচিতি ঘরে বারান্দায় সন্ধ্যার নিকে কামড়ায় বটে তবে কাল্যাচের কামড়ের থেকে এর তীব্রতা বোঝা যায়।

ফেত মেটে

(সেয়ার)

আঞ্চলিক নাম গোমাবারি। লম্বায় আড়াই থেকে তিন বেশী দেখা যায়। ইদুর ওস্তাদ। ভয় পেলে তৃতীয়শে ঝুঁড়ে দিগ্ধি পাকিয়ে থাকে, ভঙ্গী। কমে

ফুট। ধানক্ষেতে ধরং করার শরীরের এক আবার কুণ্ডলী খুবই আকর্ষণীয় আসছে এদের সংখ্যাও।

উদয়কাল (কুকুর)

লম্বায় ৩ ফুট। খুবই নিরীহ, সচরাচর দেখা মেলে না, ভয় পেলে বা শত্রুকে পোকা দেওয়ার জন্য শরীরটাকে শক্ত করে কিংবা লাফিয়ে ওঠে যা দেখে সহজেই চেনা যায়।

অজগর

আঞ্চলিক নাম ময়াল। অজগরেরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, ২৫-২৮ ফুট। দূর ২৪-পরগনায় কেবলমাত্র সুন্দরবনের জঙ্গলে কিছু এখনও টিকে আছে।

বিষহীন

হেলে

আঞ্চলিক নাম হলহলে। লম্বায় এক থেকে দেড় ফুট। বর্তমানে কম দেখা যাচ্ছে - প্রধানত কীটনাশকের জন্যই।

দাঁড়াশ

আঞ্চলিক নাম ঢামনা, বাস্ত সাপ। পাঁচ-ছ ফুটের সবচেয়ে ক্ষতগতির কৌতূহলী সাপ। এরা চাষী আর প্রকৃতির বন্ধু কারণ ইদুর মারতে ওস্তাদ। তাতে শস্য ধ্বংস হয় কম।

জলবাসী

কুকুর মুখো

আঞ্চলিক নাম বেনারোড়া। বেশ ছোট পুঁই, লম্বায় ৮-৯ ফুট। আড়াছাড়ি লম্বা। পোকায় পোটে মিকে কাগো হোলো বিষধর ভেবে মেরে ফেলেন প্রায়ই। লম্বাটিকে ধরায় জঙ্গলে খুব ভাড়াছাড়ি দিয়ে বিষধরের ভান করে। নইলে জলের কিনারায় লাফ খেতে দেখা যায় এই নিরীহ নির্বিষ সাপটিকে।

গাং মেটেলি

লম্বায় দু-তিন ফুট। সুন্দরবনের নদীতে উড়ার পর জলে কাদা এই বিষহীন নিরীহ সাপটির দেখা মেলে প্রায়ই।

মেটেলি

(মিষ্টি জলের সাপ)

আঞ্চলিক নাম - হেল সুন্দরী, মেটে। লম্বায় দেড় থেকে দু ফুট। নিরীহ সাপ। মথার লাঠা খেয়ে পরিবেশের প্রভূত উপকার করে। কমে আসছে এদের সংখ্যা।

জল চোড়া

(মিষ্টি জলের সাপ)। আঞ্চলিক নাম চোড়া, হলহলে বোড়া, পামিষোড়া। এরা হাতে ও হিন্দু দু-সঙ্গেই সক্রিয়। নির্বিষ সাপের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কামড়ের ঘটনা ঘটে জলচোড়া থেকে।

• সুন্দরবন অঞ্চলে কাল্যাচ কাটে ৬২.৮% ও কেউটে ৩৪.৯%
• অন্যান্য অঞ্চলে বেশী কাটে চন্দ্রবোড়া ও গোখরো

উত্তর ২৪-পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি প্রকৃতি জেলপগুলোতে যে চারটে বিষধর সাপকে দেখতে পাওয়া যায় এবং কামড়ের ঘটনা ঘটে সেগুলি হল - কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া এবং কাল্যাচ।

সাপের কামড়ের চিহ্ন
বিষধর ● ● ● ● ●
বিষহীন ○ ○ ○ ○ ○

সাপের কামড়ের একমাত্র ওষুধ AVS (অ্যান্টি ভেনাম সিরাম), যা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেলে। ওঝা আমাদের শত্রু নন - প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা সাহায্যে আসতে পারেন।

প্রকাশক - এ কে মণ্ডল
আলোকচিত্র - তাপস রায়, সুরভ ব্যানার্জী
অলঙ্কারণ - সমীর চক্রবর্তী, রাজ কুমার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : প্রদীপ ব্যাস, সুরভ মুখার্জী, পীযুষ দাশগুপ্ত, শশাঙ্ক শেখর নন্দর

© কপিরাইট : সচিব, ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা

ডাক - ক্যানিং টাউন, জেলা - দক্ষিণ ২৪ - পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ • দূরভাষ - ৯১১৮ ৫৬০৭৬